##### **আঁচিল শরীরে তখনই হয়, যখন ত্বক ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়। মুখে আঁচিল হলে সমস্যার শেষ থাকে না। বিশেষ করে আঁচিল মেয়েদের বেশি হয়ে থাকে। এর কারণ সর্বদা শরীর জামা-কাপড়ে ঢাকা থাকে আর তখনই আঁচিল সংক্রমণকারী জীবাণু খুব অল্পসময়ে ত্বকের উপরিভাগে আক্রমণ করে। তবে পুরুষের কাঁধে আঁচিল খুব বেশি দেখা যায়।**

অনেকে মনে করি, আঁচিল প্রাকৃতিকভাবে শরীরে হয়ে থাকে কিন্তু এই ধারণা ভুল। আঁচিল শরীরে তখনই হয়, যখন ত্বক ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়। মুখে আঁচিল হলে সমস্যার শেষ থাকে না। বিশেষ করে আঁচিল মেয়েদের বেশি হয়ে থাকে। এর কারণ সর্বদা শরীর জামা-কাপড়ে ঢাকা থাকে আর তখনই আঁচিল সংক্রমণকারী জীবাণু খুব অল্পসময়ে ত্বকের উপরিভাগে আক্রমণ করে। তবে পুরুষের কাঁধে আঁচিল খুব বেশি দেখা যায়।

আঁচিল হলে সাধারণত মানুষ চিন্তা বা চিকিৎসা করে না। কুসংস্কার হিসেবে প্রচলিত আছে যে, আঁচিল হলে মাথার চুল বেঁধে রাখলে আঁচিল সেরে যাবে। কথাটা যদিও কার্যকর তবে এটা আঁচিল হওয়া ক্ষতস্থানে আরও বড় আঁচিল হওয়ার আশঙ্কা থাকে। আর আঁচিল যদি একবার বড় হয়ে যায় তাহলে ক্ষতস্থান থেকে গাছের শিকড়ের ন্যায় রূপ নিতে পারে। তাই আঁচিল হলে অবশ্যই খুব দ্রম্নত চিকিৎসা নিতে হবে। চলুন জেনে নেয়া যাক।

আঁচিল হলে কি করবেন?

প্রথমেই হোমিও চিকিৎসার কথা উলেস্নখ করা হলো। আঁচিল রোগের কোনো অ্যালোপ্যাথিক মেডিসিন নেই; তাই সাধারণত হোমিও চিকিৎসা নেয়া হয়। আঁচিল দূর করতে হোমিও মেডিসিন অত্যন্ত কার্যকরী। সর্বোচ্চ একুশ দিনের মধ্যে হোমিও মেডিসিন সম্পূর্ণভাবে আঁচিল দূর করতে সক্ষম। আঁচিল দূর করার জন্য যে মেডিসিন ব্যবহার করা হয়ে থাকে তার নাম সুজা মাদার ও সুজা। সুজা মাদার তুলা দিয়ে আঁচিল আক্রান্ত স্থানে তিন বার লাগাতে হবে। আর মুখে সেবন যোগ্য হিসেবে সুজা-২০০ থেকে শুরু করে সুজা-১০ এম পর্যন্ত সেবন করতে হবে।

প্রাকৃতিকভাবে আঁচিল দূর করতে পেঁয়াজ অত্যন্ত ফলদায়ক। পেঁয়াজ কুচি করে কেটে একটি পাত্রে সারা দিন ঢেকে রেখে দিন। রাতে ঘুমানোর আগে পেঁয়াজ কুচির সঙ্গে সামান্য লবণ মিশিয়ে আঁচিল হওয়া ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিন। প্রথম অবস্থাতে হালকা ঝাঁজ বা জ্বালা করতে পারে, তবে এই পদ্ধতি আঁচিল দূর করতে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

টি ট্রি অয়েল আঁচিল সম্পূর্ণ নির্মূল করতে সক্ষম। কিছু তুলা পানিতে ভিজিয়ে রাখুন। এবার টি ট্রি অয়েল ভেজা তুলাতে নিয়ে আঁচিল হওয়া ক্ষতস্থানে ঘষতে থাকুন। আপনার আঁচিল হওয়া ক্ষতস্থানে চুলকাতে পারে, তারপরেও আপনি ভালো করে টি ট্রি অয়েল দিয়ে আক্রান্তস্থান পরিষ্কার করুন। অল্প কিছুদিনের মধ্যে আপনার আঁচিল দূর হবে।

অ্যালোভেরা জেল আঁচিল দূর করার অ্যান্টিসেপটিক থাকে। অ্যালোভেরা পাতা থেকে জেল টুকু ছাড়িয়ে আঁচিল হওয়া আক্রান্তস্থানে ম্যাসাজ করুন। ত্বকে জেল শুকিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। এরপরে ঠান্ডা পানি দিয়ে ভালো করে ধুয়ে ফেলুন। আপনার আক্রান্তস্থান থেকে আঁচিল ধীরে ধীরে শুকিয়ে ছোট হয়ে পরিপূর্ণভাবে দূর হবে।